266939 - উপহারপ্রদানকারী, দাতা ও সদকাকারীর উদ্দষ্টি খাতরে পরবির্তে অন্য খাতে সম্পদ ব্যয় করা যাবে কি?

প্রশ্ন

আমার এক আত্মীয় কাজরে খোঁজে অন্য শহরে সফর করার সদ্ধিান্ত নলি। তদপ্রক্ষেতিে তার বাবা ও ভাইয়রো কছিু অর্থ-সম্পদ জময়িে দয়িছেলি; যনে সে সফরে থাকা অবস্থায় কাজে লাগাতে পার। এই আত্মীয়রে সাথে আমার যখন দখো হয় তখন সে ঐ অর্থরে একটা ভালো অংক আমাকে উপহার হসিবেে দয়িে দয়ে। আমার জন্য কি এটা নওেয়া জায়যে হব? আমার প্রবল ধারণা হচ্ছ— যদি তারা জানতে পারে তাহলে রাগ করব। কারণ সে তাদরে উদ্দষ্টি খাতরে পরবির্তে ভন্নি খাতে সম্পদটি ব্যয় করছে। হতে পারে তাদরে মধ্যে কউে কউে এই সম্পদ পাওয়ার অধকি হকদার। নাকি এটা তার নজিরে সম্পদ হয়ে গয়িছে এবং সে ইচ্ছামত এটি ব্যয় করতে পার?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যদি এই ব্যক্তকিে সফররে জন্যই এই অর্থ দওেয়া হয়ে থাক; যমেনটা প্রশ্ন থকেে বুঝা যাচ্ছ; তাহলে এ অর্থ অন্য কোন খাতে ব্যয় করা বা কাউকে উপহার দয়োর অধকিার তার নইে। তবে যারা তাকে এই অর্থ দয়িছেে তাদরে অনুমতি নয়িে দতিে পারব।

এই অর্থ থকেে কছিু অতরিক্তি থাকলে সটো ফরেত দওেয়া তার উপর অনবিার্য।

আর যদি এই অর্থ উপহার, দান বা সদকা হসিবেে তাকে দওেয়া হয় এবং ব্যয় করার কোন খাত নর্িধারণ না করা হয় অথবা দৃশ্যমান সুনর্িদষ্টি কোন কারণে তাকে দওেয়া না হয়; তাহলে এর দাবী হলো: সে যভোবে ইচ্ছা সভোবে এটি ব্যয় করার অধকিার লাভ করছে।

শাইখ যাকারয়িা আনসারীর ‘আসনাল মাত্বালবি’ বইয়ে (২/৪৭৯) এসছে: “যদি তাকে কছিু দরিহাম দয়িে বলে য, তুমি তোমার জন্য একটা পাগড়ী কনিো কংিবা এটা দয়িে হাম্মামে ঢুকো কংিবা অনুরূপ কছিু; তাহলে দাতার উদ্দশ্যেকে ববিচেনায় রখেে সটো করা আবশ্যক।

এটি সক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি দাতা তার মাথা খালি দখেে পাগড়ী দ্বারা মাথা ঢাকাকে উদ্দশ্যে করে থাকে এবং শরীর

নোংরা ও ময়লা দেখে হাম্মামে প্রবেশ দ্বারা পরিচ্ছন্নতাকে উদ্দেশ্য করে থাকে।

আর যদি এমন কিছুকে উদ্দেশ্য করে না থাকে; তথা স্বভাবগত আলাপচারিতা হিসেবে বলে থাকে; তাহলে সেটা আবশ্যক হবে না। বরঞ্চ ব্যক্তি নিজে সেটার মালিক হয়ে যাবে এবং যেভাবে ইচ্ছা সেটাকে সেভাবে ব্যয় করতে পারবে।"[সমাপ্ত]

শাইখ সুলাইমান ইবনে উমর আল-জামাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "ব্যক্তিকে যদি ইফতার করার জন্য খেজুর প্রদান করা হয়; অগ্রগণ্য মতানুযায়ী তার জন্য সেটা করাই নির্ধারিত হয়ে যাবে। অন্য কিছুতে সে খেজুর ব্যবহার করা জায়েয হবে না। দাতার উদ্দেশ্য রক্ষার্থে।"[হাশিয়াতুল জামাল আলা শারহিল মানহাজ (২/৩২৮)]

দারদীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "যদি একদল লোক বা এক ব্যক্তি কোন মুকাতিব দাসকে সাহায্য করে। সে দাস এ সাহায্য দিয়ে নিজের ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয় এবং এর থেকে কিছু অতিরিক্ত থেকে যায় কিংবা সে ঋন পরিশোধ করতে অক্ষম হয়; তাহলে তারা যদি এ সাহায্য দ্বারা সদকা করার উদ্দেশ্য না করে দাসমুক্তির উদ্দেশ্য করে থাকে কিংবা তাদের কোনো উদ্দেশ্য না থাকে; তাহলে তারা অতিরিক্ত সম্পদ দাসের কাছ থেকে ফেরত নিবেন। আর যদি দাস ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হয় তাহলে তাদের যে সম্পদ দাসের মালিক হস্তগত করেছে সেটা তারা তার থেকে ফেরত নিবেন; কেননা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়নি।

অন্যথায় অর্থাৎ তারা যদি মুকাতাব দাসকে এ সাহায্য সদকা হিসেবে করে থাকেন তাহলে তারা অতিরিক্ত সম্পদ দাসের কাছে ফেরত চাইতে পারবে না এবং দাস ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাদের যে সম্পদ দাসের মালিক হস্তগত করেছে সেটা তারা তার কাছে ফেরত চাইতে পারবে না। কেননা এক্ষেত্রে দানের উদ্দিষ্ট হল দাসের আপন সত্ত্বা। আর হস্তগত করার মাধ্যমে সে ওটার মালিক হয়ে গিয়েছে।"[দারদীরের 'আশ-শারহুল কাবীর' (৪/৪০৪)]

সুতরাং আপনার জন্য আপনার বন্ধুর এমন অবস্থা জানার পর তার উপহার গ্রহণ করা জায়েয নেই। আপনাকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। আর আমরা যা উল্লেখ করলাম আপনি তাকে তা জানিয়ে দিবেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।